১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। তিনি আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান দুই ইউনিটে পরিণত হয় এবং পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পায়। প্রতিবাদ স্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমান এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রথমে জেনারেল ইসকান্দার মির্জা এবং পরে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক হন। এই সময় থেকে এক দশকের উপর পাকিস্তানে সামরিক শাসন চলতে থাকে। ১৯৫৮ সালে শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। ইতোপূর্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। পূর্ব বাংলার দুর্ভাগ্য যে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে প্রথমে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন। তখন পূর্ব বাংলায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অন্য কোন রাজনীতিবিদ ছিলেন না। ১৯৬৪ সালে গভর্ণর মোনায়েম খানের আমলে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রতিরক্ষা বিষয়ে পূর্ববাংলা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। যার মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করার পরিকল্পনা ছিল। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর থেকে বার বার গ্রেফতার করা হতে থাকে। তাঁকে ১৯৫৮ সালে গ্রফতার করে ১৯৫৯ সালে মুক্তি দিয়ে আবার জেলগেট থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬০-এর সেপ্টেম্বরে ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে পুনরায় ১৯৬২ এর ২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৪ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও জননিরাপত্তা আইনে তাঁকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি যে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ:

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার; প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া সকল ক্ষমতা প্রদেশের; পূর্ব ও পশ্চিমাংশের জন্য পৃথক মুদ্রা; প্রদেশের রাজস্ব ও কর আদায়ের ক্ষমতা; প্রদেশকে পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য চালানো ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের অধিকার এবং প্রদেশের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদান।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সহসভাপতি ও তাজউদ্দিন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এই নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ মুজিব ৬ দফার পক্ষে জনসভা শুরু করেন। প্রথমে খুলনা থেকে ফেরার পথে যশোরে গ্রেফতার ও জামিন। ৭ মে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসার সময় গ্রেফতার। তাঁকে দেশরক্ষা আইনে ৩ মাসের আটকাদেশ দিয়ে ঢাকা জেলে বন্দি করা হয়। ৭ জুন ব্যাপক হরতালে মনুমিয়াসহ সমগ্রদেশে ১১জন নিহত হয়। ১৯৬৭ সালে আপত্তিকর ভাষণের দায়ে শেখ মুজিবকে ১ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ সালে নববর্ষের প্রথম দিনই 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ২১ এপ্রিল বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে ঢাকা সেনানিবাসে বিচার কার্য শুরু হয়।

১৯৬৯ এর ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিছিল হয়। ২০ তারিখে আসাদের ও ২৪ তারিখে মতিউরের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। আন্দোলন 'গণঅভ্যুত্থানে' রূপান্তরিত হয়। ঢাকায় ২৫ জানুয়ারি থেকে কারফিউ জারী করা হয়। শেখ মুজিবের মুক্তি ও 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহারের দাবিতে সারাদেশ উত্তাল হয়ে উঠে। ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর হাতে শহিদ হলে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে কারফিউ ও ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সামরিক প্রশাসন। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৯ এর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। সামরিক শাসন জারী, সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক শাসন জারী করেন এবং ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬২ আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৮ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসন পায়।

১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ এর ১ মার্চ বেতার ভাষণের মাধ্যমে আসন্ন গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ২, ৩ মার্চ দেশব্যাপি হরতাল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে এক অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টনে বঙ্গবন্ধুর সভায় আমার সোনার বাংলা জাতীয় সংগীত হিসাবে ঘোষিত হয়। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে শত্রুর মোকাবিলায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা দেন। ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত একদিকে অসহযোগ আন্দোলন অন্যদিকে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান ও গণহত্যার প্রস্তুতি চলতে থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার প্রহসন চালাতে থাকেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

২৫ মার্চ অপরাহ্নে ইয়াহিয়া খান পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান ও গণহত্যার নির্দেশনা দিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে অনুসরণ করেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ২৫ মার্চ মধ্য রাতের আগেই সামরিক অভিযান ও গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (১২:২০ মি) বঙ্গবন্ধু ইপিআর এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যায় এবং ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাত থেকে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে শুরু করে। বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১ কোটির অধিক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপরদিকে পাকিস্তানি কারাগারে সামরিক আদালতে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর বিচারকার্য সমাপ্ত করে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সুপারিশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত হয়। ইয়াহিয়া খান সেই মৃত্যুদণ্ডাদেশে স্বাক্ষর করার আগেই বাংলাদেশে যুদ্ধরত ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ঢাকায় ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। ইয়াহিয়ার পতন ঘটে। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত এবং তিনি আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিণ্ডি থেকে করাচি বিমান বন্দর হয়ে লণ্ডনে গমন করেন। এরপর নয়াদিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লিতে তাকে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এসে ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা দেন। ওই সভাতেই আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের সব দিকনির্দেশনা দিয়ে যান। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দৈহিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তার দিকনির্দেশনাতেই পরিচালিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তিনি ১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে বজ্রকণ্ঠ অনুষ্ঠানে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ ও নির্দেশনা বাঙালির চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং ৭১ এর যুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাংলাদেশের পুনর্বাসনের কাজটি সম্পন্ন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। যুদ্ধাহত ও বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান এবং বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু সপরিবারে আত্মহুতি দিয়ে গেছেন, যে ঋণ এ দেশ ও জাতি কোনদিন পরিশোধ করতে পারবে না। আমরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ❑